এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯)

ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

ভূমিকাঃ

অর্থনৈতিক মুক্তি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন রূপকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার অভিপ্রায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ। সেই উদ্যোগের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দেশের সকল পর্যায়ের জনগণকে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় সামিল করার অভিপ্রায়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অত্যন্ত সময়োপযোগী উদ্যোগ। বাংলাদেশ ব্যাংকের চলমান আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion) কার্যক্রমের আওতায় ব্যাংকিং সেবাকে ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৩ সাল থেকে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম গ্রহণ করে। এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক এজেন্ট নিয়োগের মাধ্যমে জনগণকে ব্যয়সাশ্রয়ী, নিরাপদ ও আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাংকিং সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম গ্রামাঞ্চলসহ সর্বত্র বেশ জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। ফলশ্রুতিতে, সময়ের সাথে এর ব্যাপ্তিও বেড়ে চলেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৩১ মার্চ ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ২১ টি তফসিলি ব্যাংককে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৯ টি ব্যাংক মাঠ পর্যায়ে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

১.১। ৩১ মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনাকারী ১৯ টি ব্যাংকের এজেন্ট ও আউটলেট এর সংখ্যাভিত্তিক তথ্য তুলে ধরা হলোঃ

ছকঃ ১

ক্রঃ নং	ব্যাংক নাম	এজেন্ট			আউটলেট		
		শহর (১)	গ্রাম (২)	মোট= (১)+(২)	শহর (৩)	গ্রাম (৪)	মোট = (৩)+(৪)
১	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	২৪৫	৪৬৬	৭১১	৪০৩	২,৩১২	২,৭১৫
২	ব্যাংক এশিয়া লি.	১১২	২,৫৫৫	২,৬৬৭	১২৫	২,৬২৩	২,৭৪৮
৩	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	১৭	১২৫	১৪২	১৯	১৯৮	২১৭
৪	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	২	৩২	৩৪	৩	৯১	৯৪
৫	মধুমতি ব্যাংক লি.	০	৩১৪	৩১৪	০	৩১৪	৩১৪
৬	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	২৫	৬২	৮৭	২৬	৭৭	১০৩
৭	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	১	২	৩	৩০	৫৩৩	৫৬৩
৮	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	২	২১	২৩	২	২১	২৩
৯	অগ্রণী ব্যাংক লি.	৭	১৯৩	২০০	৭	১৯৩	২০০
১০	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	০	২১	২১	০	২২	২২
১১	মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	১	২৮	২৯	১	২৯	৩০
১২	দি সিটি ব্যাংক লি.	১৫	৩৯	৫৪	৩৬	১১৮	১৫৪
১৩	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	৩৪	৩১৫	৩৪৯	৩৪	৩১৫	৩৪৯
১৪	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	৯	১২	২১	৩৭	৫৬	৯৩
১৫	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	১৮	৬১	৭৯	১৮	৬১	৭৯
১৬	এবি ব্যাংক লি.	৮	২২	৩০	৮	২২	৩০
১৭	এনআরবি ব্যাংক লি.	০	৫০	৫০	০	৫০	৫০
১৮	ব্র্যাক ব্যাংক লি.	৪	৪৪	৪৮	৪	৪৬	৫০
১৯	ইস্টার্ন ব্যাংক লি.	১	৩	৪	১	৩	৪
	মোট	৫০১	৪,৩৬৫	৪,৮৬৬	৭৫৪	৭,০৮৪	৭,৮৩৮

ছক-১ এ এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনাকারী ব্যাংকসমূহের শহর ও গ্রামকেন্দ্রিক এজেন্ট এবং আউটলেট এর সংখ্যাভিত্তিক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমানে ১৯ টি ব্যাংক এর সর্বমোট ৪,৮৬৬ টি এজেন্ট এর আওতায় ৭,৮৩৮ টি আউটলেটের মাধ্যমে সারাদেশে এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, তিনটি ব্যাংক যথাক্রমে ব্যাংক এশিয়া লি., মধুমতি ব্যাংক লি. ও এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি. কর্তৃক ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (UDC) এর মাধ্যমে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এজেন্ট আউটলেটের সংখ্যার দিক থেকে ব্যাংক এশিয়া লি. শীর্ষে অবস্থান করছে।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকে এজেন্ট ও আউটলেটের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪,৪৯৩ এবং ৬,৯৩৩ টি। ২০১৯ সালের মার্চ ত্রৈমাসিকে এজেন্টের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৭৩ টি এবং আউটলেটের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৯০৫ টি।

ডিসেম্বর ২০১৮ ও মার্চ ২০১৯ এর এজেন্ট ও আউটলেটের সংখ্যাভিত্তিক তুলনা নিম্নরূপ ঃ

চিত্র-১

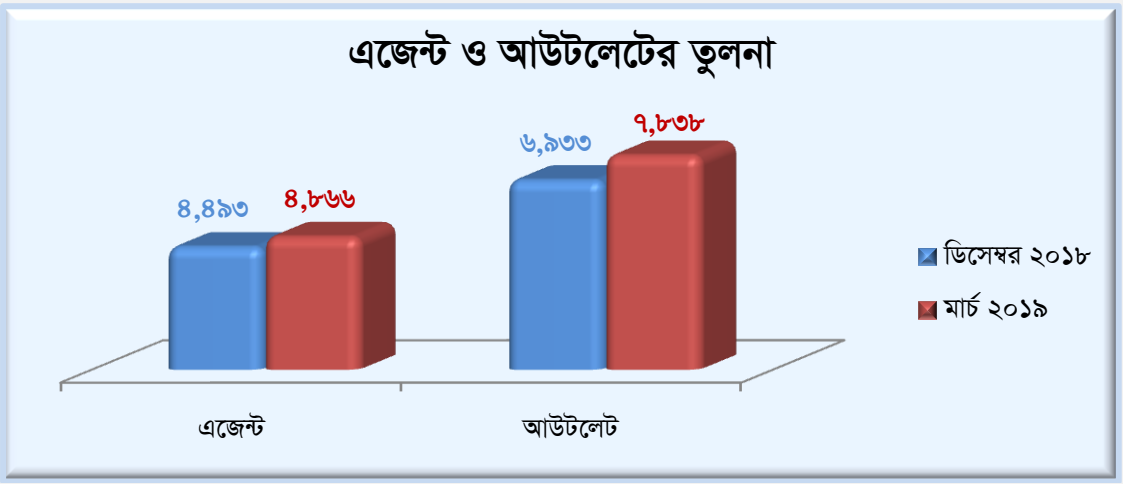

২.১। এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে খোলা হিসাবসমূহের (খাতওয়ারী) তথ্য নিম্নরূপঃ

ছকঃ ২

ক্রঃ নং	ব্যাংক নাম	হিসাব সংখ্যা								মোট
		শহর (১)	গ্রাম (২)	পুরুষ (৩)	নারী (৪)	অন্যান্য (৫)	চলতি (৬)	সঞ্চয়ী (৭)	অন্যান্য (৮)	
১	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	২,৬৩,২৭২	১১,০০,৪৪৯	১০,০৭,৯২৩	৩,৫৫,৭৯৮	০	২৫,৩৬০	১২,৩৮,৩৬৫	৯৯,৯৯৬	১৩,৬৩,৭২১
২	ব্যাংক এশিয়া লি.	৬৬,৩০৫	৮,০৮,৮৬৪	৪,৫৭,১২৪	৩,৯৭,০৭৯	২০,৯৬৬	৩৪,৪৬০	৭,৬৭,৬৮৬	৭৩,০২৩	৮,৭৫,১৬৯
৩	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	৯,৩২০	১,৪৯,৬১৯	৯৪,৮২২	৬৪,১১৭	০	৮,৭৫৬	১,১৬,২৯৯	৩৩,৮৮৪	১,৫৮,৯৩৯
৪	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	৭২৯	২৮,৯৮৫	১৫,৬৩৭	১৪,০৭৭	০	৪৭৯	২৬,১৬৫	৩,০৭০	২৯,৭১৪
৫	মধুমতি ব্যাংক লি.	০	৪১,০১৮	২০,৬৬৩	২০,৩৫৫	০	৭২৬	৩৯,৭১২	৫৮০	৪১,০১৮
৬	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	৭,০০৬	৩০,৩২০	২২,৫৪৩	১৪,৭৮৩	০	২,২১৫	২৮,১৩৩	৬,৯৭৮	৩৭,৩২৬
৭	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	৪,৪৫২	৩৯,৩৭১	২৩,৪৭২	২০,৩৫১	০	১১৬	৪১,৫৫৫	২,১৫২	৪৩,৮২৩
৮	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	৬৫৮	৮,৬৪৬	৫,৬৮৭	৩,৬১৭	০	৯৫০	৬,৮৪৯	১,৫০৫	৯,৩০৪
৯	অগ্রণী ব্যাংক লি.	১,৫১২	৭৮,৭০২	৪৪,৮৭০	৩৫,৩৪৪	০	৪,১৮৫	৭১,৭৫১	৪,২৭৮	৮০,২১৪
১০	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	০	১৯,১৮৮	১১,৭৫৯	৭,৪২৯	০	১,৮৪৯	১৩,১৭২	৪,১৬৭	১৯,১৮৮
১১	মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	১৬৯	৭,৭৩৯	৪,৮৬৩	৩,০৪৫	০	৩০৬	৫,৯৩৩	১,৬৬৯	৭,৯০৮
১২	দি সিটি ব্যাংক লি.	৭,৯২৪	৩২,১৯৭	২৫,৬৮৪	১৪,৪৩৭	০	৫,২৩৯	২৮,৯৫২	৫,৯৩০	৪০,১২১
১৩	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	১৬,২০৫	১,৫০,১০৪	১,০৪,৭০২	৬১,৬০৭	০	৭,০৯৩	৯৭,৩৩৫	৬১,৮৮১	১,৬৬,৩০৯
১৪	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	২,৪৩২	৮,৪৫০	৫,৯০৪	৪,৯৭৮	০	১৩৮	৯,৯৭৯	৭৬৫	১০,৮৮২
১৫	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	২,৬৮১	১১,৬৪১	১০,০৪৫	৪২৭৭	০	১,৪০৫	৯,৭০০	৩,২১৭	১৪,৩২২
১৬	এবি ব্যাংক লি.	১,২৭৫	৩,৫১৮	৩,০৮৭	১,৭০৬	০	২৬৬	৩,৫০৭	১,০২০	৪,৭৯৩
১৭	এনআরবি ব্যাংক লি.	০	২,৬৯৬	১,৬৮৩	৮৮১	১৩২	১২৮	১,৮৪৬	৭২২	২,৬৯৬
১৮	ব্যাক ব্যাংক লি.	৪৯	৭৯০	৬৭৮	১৬১	০	৬৮	৭৭১	০	৮৩৯
১৯	ইস্টার্ন ব্যাংক লি.	১৯৫	১৭৪	২৯৭	৭২	০	৭	৩২৬	৩৬	৩৬৯
	মোট	৩,৮৪,১৮৪	২৫,২২,৪৭১	১৮,৬১,৪৪৩	১০,২৪,১১৪	২১,০৯৮	৯৩,৭৪৬	২৫,০৮,০৩৬	৩,০৪,৮৭৩	২৯,০৬,৬৫৫

- মোট* = (১)+(২)=(৩)+(৪)+(৫)= (৬)+(৭)+(৮)

ছক-২ হতে দেখা যায় যে, মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ১৯ টি ব্যাংকের মাধ্যমে খোলা মোট হিসাব সংখ্যা ২৯,০৬,৬৫৫ টি। তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে খোলা ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা ৬.৫৬ গুণ বেশি, যা এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ। তবে, নারী হিসাবধারীদের চেয়ে পুরুষ হিসাবধারীদের সংখ্যা প্রায় ২ গুণ। আরও দেখা যায়, এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটের মাধ্যমে খোলা মোট হিসাব সংখ্যার ৪৭ শতাংশ হিসাব ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লি. এর এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটের মাধ্যমে খোলা হয়েছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ব্যাংক এশিয়া লি. এবং ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.। উল্লেখিত তিনটি ব্যাংকের এজেন্ট আউটলেটের মাধ্যমে মোট হিসাবের ৭০% হিসাব খোলা হয়েছে।

চিত্রঃ ২

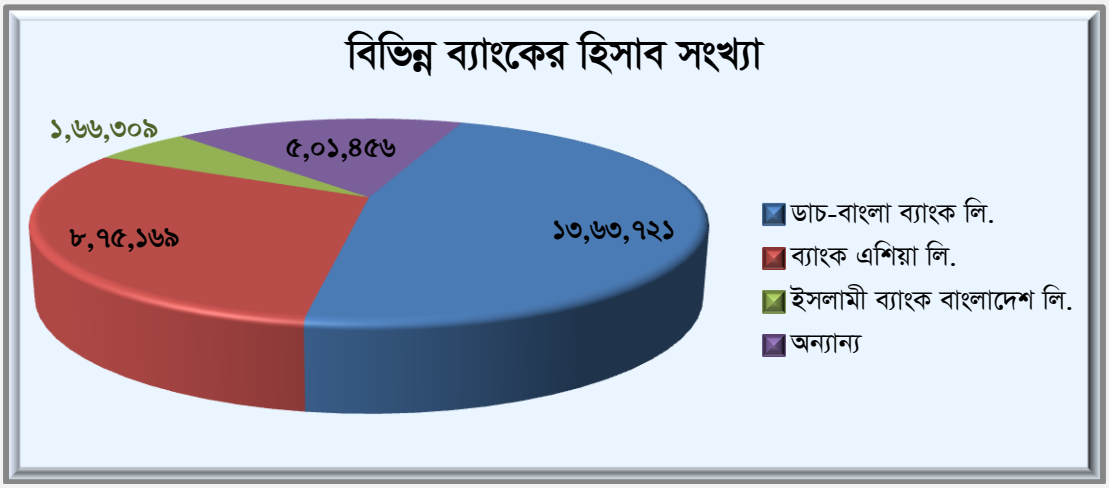

চিত্র ঃ ৩

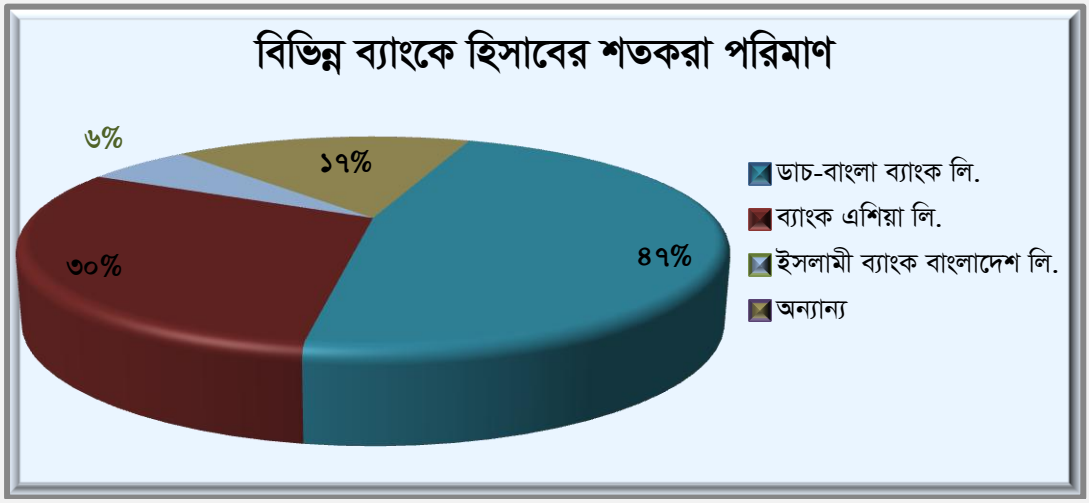

চিত্র ঃ ৪

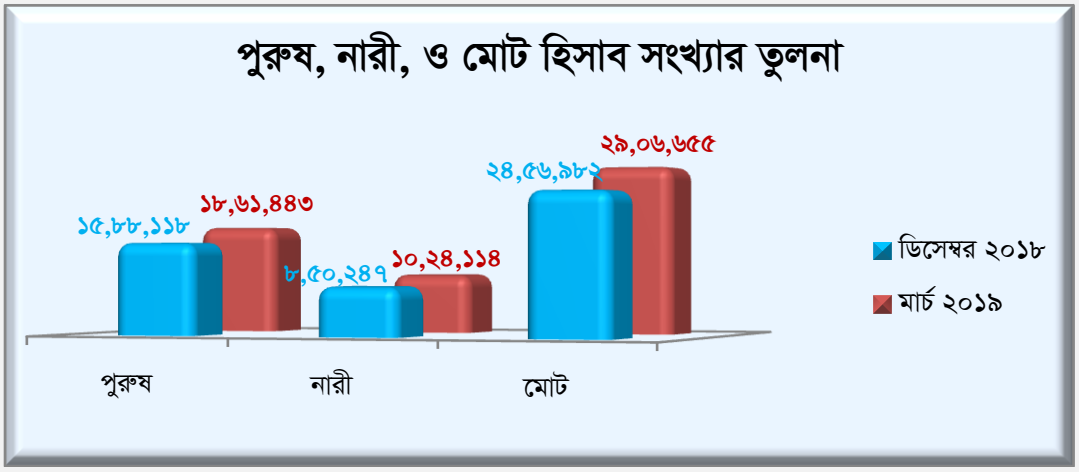

চিত্র ঃ ৫

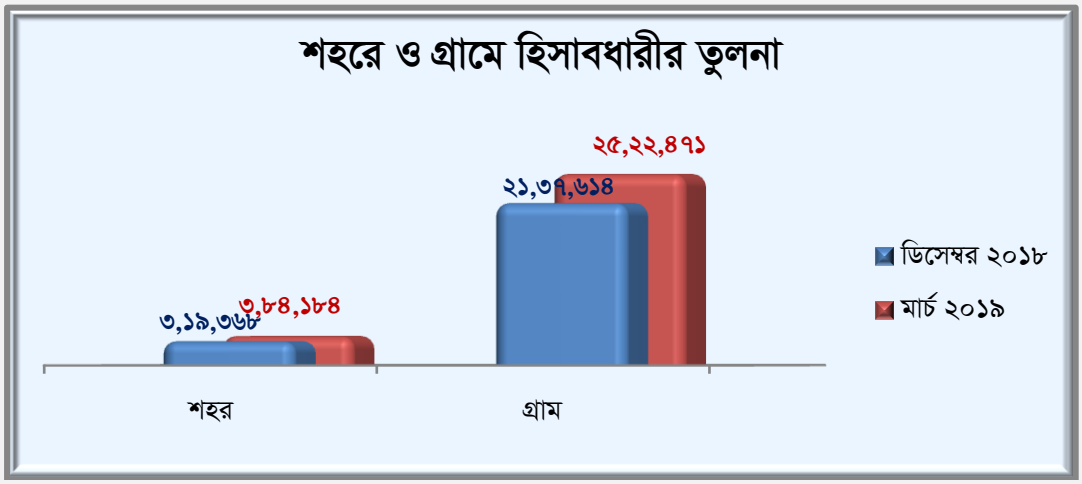

২.২। এজেন্ট ব্যাংকিং মোট হিসাবের ত্রৈমাসিক তুলনা নিম্নরূপঃ

ছকঃ ৩

ক্রঃ নং	ব্যাংক নাম	হিসাব সংখ্যা			
		সেপ্টেম্বর ২০১৮	ডিসেম্বর ২০১৮	মার্চ ২০১৯	পরিবর্তন
১	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	১০,৫০,১৬০	১১,৮৭,১৯১	১৩,৬৩,৭২১	১৫%
২	ব্যাংক এশিয়া লি.	৫,৮৫,২০৫	৭,৪৯,১৬৫	৮,৭৫,১৬৯	১৭%
৩	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	১,১৭,০০১	১,৩৬,৪৩৪	১,৫৮,৯৩৯	১৬%
৪	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	২২,৭০৯	২৬,০৪৭	২৯,৭১৪	১৪%
৫	মধুমতি ব্যাংক লি.	৩৫৮৩৪	৩৮৭৩৮	৪১০১৮	৬%
৬	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	২৭,৬৭০	৩২,৭৬৬	৩৭,৩২৬	১৪%
৭	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	৩৭,৫৬৮	৪১,১১১	৪৩,৮২৩	৭%
৮	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	৭,৬৪৮	৮,৪৪৫	৯,৩০৪	১০%
৯	অগ্রণী ব্যাংক লি.	৪৮,৬৯২	৬৫,৯৫৬	৮০,২১৪	২২%
১০	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	১৩,৪৪৩	১৫,৯৬৫	১৯,১৮৮	২০%
১১	মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	৩,৯৬৮	৫,৭৯০	৭,৯০৮	৩৭%
১২	দি সিটি ব্যাংক লি.	১৪,১৩১	২৪,৩০৯	৪০,১২১	৬৫%
১৩	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	৫৭,৬৯০	১,০৬,১৩৮	১,৬৬,৩০৯	৫৭%
১৪	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	২,৭৩৭	৬,৫৪১	১০,৮৮২	৬৬%
১৫	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	২,৫৯২	৭,৯৯৯	১৪,৩২২	৭৯%
১৬	এবি ব্যাংক লি.	১,১৮১	২,৪৮৩	৪,৭৯৩	৯৩%
১৭	এনআরবি ব্যাংক লি.	৬১৯	১৫০৮	২৬৯৬	৭৯%
১৮	ব্র্যাক ব্যাংক লি.	১৬	৩২৫	৮৩৯	১৫৮%
১৯	ইস্টার্ন ব্যাংক লি.	-----	৭১	৩৬৯	৪২০%
	মোট	২০,২৮,৮৬৪	২৪,৫৬,৯৮২	২৯,০৬,৬৫৫	১৮%

ছক-৩ হতে দেখা যাচ্ছে যে, মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত ১৯ টি ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটের মাধ্যমে মোট ২৯,০৬,৬৫৫ টি হিসাব খোলা হয়েছে। তন্মধ্যে ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি., ব্যাংক এশিয়া লি. ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. কর্তৃক যথাক্রমে ১৩,৬৩,৭২১ টি, ৮,৭৫,১৬৯ টি ও ১,৬৬,৩০৯ টি হিসাব খোলা হয়েছে। গত ত্রৈমাসিকে মোট হিসাব সংখ্যা ছিল ২৪,৫৬,৯৮২ টি। ফলে, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে হিসাব সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪,৪৩,১৩২ টি। গত ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে হিসাব সংখ্যা ১৮% (প্রায়) বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্রঃ ৬

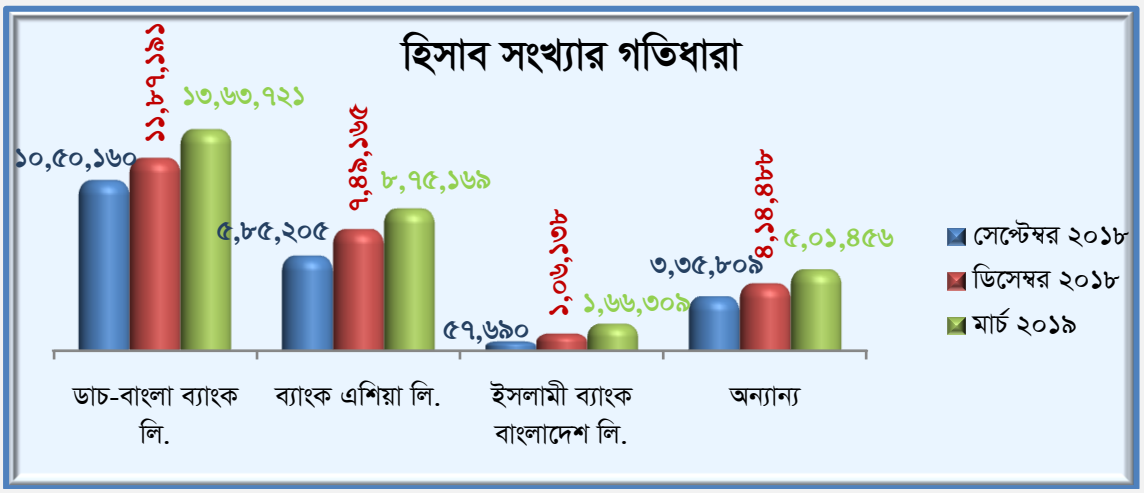

আমানতঃ

৩.১। এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে খোলা হিসাবসমূহে আমানতের (খাতওয়ারী) পরিমাণ নিচে তুলে ধরা হলোঃ

ছকঃ ৪

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	ব্যাংক নাম	হিসাবে স্থিতি								মোট*
		শহর (১)	গ্রাম (২)	পুরুষ (৩)	নারী (৪)	অন্যান্য (৫)	চলতি (৬)	সঞ্চয়ী (৭)	অন্যান্য (৮)	
১	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	২৪,৬০৯.৭৭	৭০,৯৪৬.৩৩	৬৫,২০৮.৫১	২০,৬৩৪.৭২	৯,৭১২.৮৭	৪,০৭৫.৬৭	৬৭,১৪২.৮৩	২৪,৩৩৭.৬০	৯৫,৫৫৬.১০
২	ব্যাংক এশিয়া লি.	১০,৭১৪.০৪	৬৪,৬৪৭.৮০	৪৫,২২৪.৯৭	২৪,১৭৩.৮১	৫,৯৬৩.০৬	৫,৬৬১.৭৩	৩৭,৮৫০.১০	৩১,৮৫০.০১	৭৫,৩৬১.৮৪
৩	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	২৯,০৩৪.৮৮	৭৩,৪০০.০৫	৮৪,৩৬৪.৬৩	১৮,০৭০.৩০	০.০০	২,৯৮৪.৫২	২৭,০২৮.৩৩	৭২,৪২২.০৮	১,০২,৪৩৪.৯৩
৪	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	১,২৩১.৪৩	১,৯০৫.৯২	২,৫৩৫.৪৯	৬০১.৮৬	০.০০	১৩৪.১৭	৭২৬.৪৫	২,২৭৬.৭০	৩,১৩৭.৩২
৫	মধুমতি ব্যাংক লি.	০.০০	৯৯১.০০	৬৩২.০০	৩৫৯.০০	০.০০	২৯.০০	৯৪৫.০০	১৭.০০	৯৯১.০০
৬	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	৩,৭৩৩.০০	৮,০৮১.০০	৮,৬৫৭.০০	৩,১৫৭.০০	০.০০	১,৬১৮.০০	৪,৭৫৯.০০	৫,৪৩৭.০০	১১৮১৪.০০
৭	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	৩৩৯.৮২	১,৪৬৩.৪৬	১,২০৬.৭৯	৫৯৬.৪৯	০.০০	১১৯.৮৯	৮৪৮.৩২	৮৩৫.০৭	১৮০৩.২৮
৮	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	২৬.৫৭	১,৪৮১.৩৩	১,০৩১.২৯	৪৭৬.৬১	০.০০	১৬২.৩১	৮৩৬.৯৫	৫০৮.৬৪	১৫০৭.৯
৯	অগ্রণী ব্যাংক লি.	২,০৯০.১১	৭,৭০৪.৯২	৪,৮৯৮.৫৮	৪,৮৯৬.৪৫	০.০০	৭১৪.৪৯	৬,০০৭.৬৯	৩,০৭২.৮৫	৯,৭৯৫.০৩
১০	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	০.০০	৪,১৮২.৭৪	৩,৩৩৬.৭৩	৮৪৬.০১	০.০০	২২৮.৫৬	১,০২৫.৬৩	২,৯২৮.৫৫	৪,১৮২.৭৪
১১	মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	২১.২৪	১,২৪১.০৩	১,০৫৩.৪৫	২০৮.৮২	০.০০	৪১৬.৭৯	২২৬.৮৮	৬১৮.৬০	১২৬২.২৭
১২	দি সিটি ব্যাংক লি.	২,১০০.৫০	৩,০০১.৩৮	২,৮৬৯.১২	২,২৩২.৭৬	০.০০	১,৪৫২.২২	১,৯৪৬.২৮	১,৭০৩.৩৮	৫,১০১.৮৮
১৩	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	৪,৫০২.৫৭	৪৪,৭৯৪.৭৯	৩০,২৮৬.৬৪	১৯,০১০.৭২	০.০০	৩,৯১৭.৫৯	১৯,১৩৫.৩২	২৬,২৪৪.৪৫	৪৯,২৯৭.৩৬
১৪	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	৩৪৯.৩০	৬০৭.৭৪	৭৭৩.৮৯	১৮৩.১৫	০.০০	২৫.৮২	৫১২.২	৪১৯.০২	৯৫৭.০৪
১৫	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	২,৯৩৭.৬২	৪,৩০৭.১৮	৬,২৭৩.৬৪	৯৭১.১৬	০.০০	৭২৪.১৩	১,৩৮৩.৭১	৫,১৩৬.৯৬	৭২৪৪.৮০
১৬	এবি ব্যাংক লি.	২৪৫.৮২	১,১০৭.২৪	৮৬৭.৫৪	৪৮৫.৫৩	০.০০	১২১.৮৪	৬২৩.৯২	৬০৭.৩০	১৩৫৩.০৬
১৭	এনআরবি ব্যাংক লি.	০.০০	৯৫৯.০৭	৫৯১.৭১	২৭৩.৯৫	৯৩.৪১	১৭.৪৩	৩৪১.১৩	৬০০.৫	৯৫৯.০৬
১৮	ব্র্যাক ব্যাংক লি.	২৩.৮৯	৫৯৪.৮৬	৫৮২.২৯	৩৬.৪৬	০.০০	৩৩৩.৮৮	২৮৪.৮৭	০.০০	৬১৮.৭৫
১৯	ইস্টার্ন ব্যাংক লি.	১০.৩৮	৬১.৬২	৬৪.৯৫	৭.০৬	০.০০	০.৮৩	৪২.০৩	২৯.১৪	৭২.০০
	মোট	৮১,৯৭০.৯৪	২,৯১,৪৭৯.৪৬	২,৬০,৪৫৯.২২	৯৭,২২১.৮৬	১৫,৭৬৯.৩৪	২২,৭৩৮.৮৭	১,৭১,৬৬৬.৬৪	১,৭৯,০৪৪.৮৫	৩,৭৩,৪৫০.৩৬

- **মোট* = (১)+(২)=(৩)+(৪)+(৫)= (৬)+(৭)+(৮)**

ছক-৪ হতে দেখা যায় যে, মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনাকারী ১৯ টি ব্যাংকের মাধ্যমে খোলা বিভিন্ন ধরনের হিসাবে সর্বমোট আমানতের পরিমাণ ৩,৭৩,৪৫০.৩৬ লক্ষ টাকা। তথ্য পর্যালোচনায় আরও পরিলক্ষিত হয় যে, এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে খোলা ২৯,০৬,৬৫৫ টি হিসাবের বিপরীতে হিসাব প্রতি গড়ে ১২,৮৪৮.১১ টাকা আমানত জমা হয়েছে। এ তথ্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, এজেন্ট ব্যাংকিং এর উপস্থিতিতে আমানতের এ বিপুল অর্থ আনুষ্ঠানিক খাতে জমা হয়ে গ্রামীন অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে ভূমিকা রাখছে। উল্লেখ্য যে, গত বছরের সর্বশেষ ত্রৈমাসিকে হিসাব প্রতি গড় আমানত ছিল ১২,৬৬৭.৬০ টাকা। গত ত্রৈমাসিকের চেয়ে গড় আমানত বেড়েছে ১৮০.৫১ টাকা।

চিত্রঃ ৭

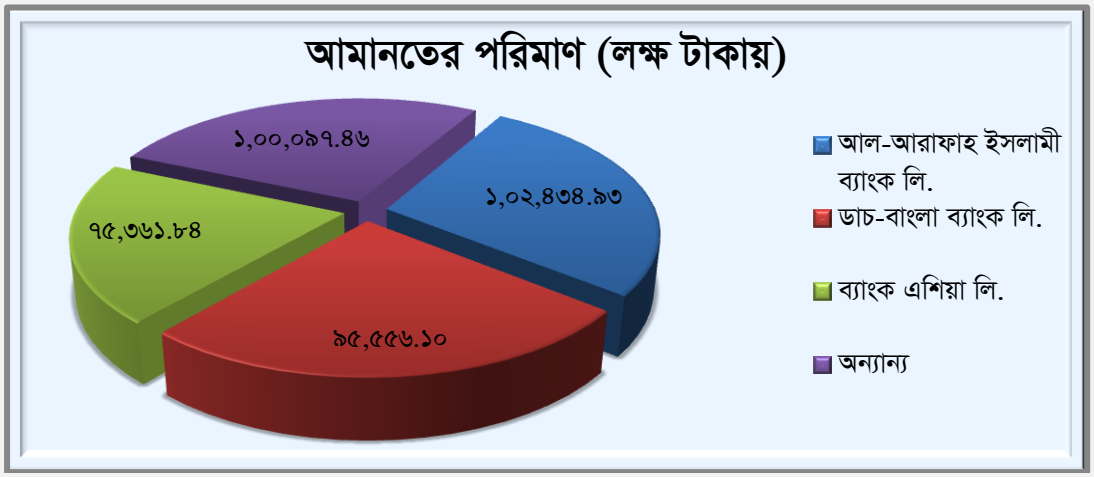

চিত্রঃ ৮

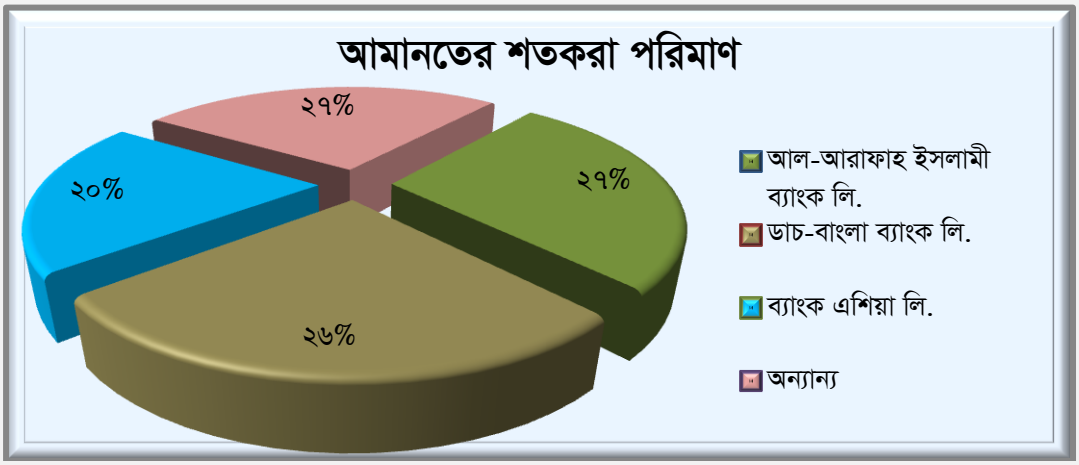

আরও উল্লেখ্য যে, ২০১৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৩,১১,২৪০.৬০ লক্ষ টাকা। ২০১৯ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমে ব্যাংকের আউটলেটের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আমানতের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩,৭৩,৪৫০.৩৬ লক্ষ টাকা।

চিত্র ঃ ৯

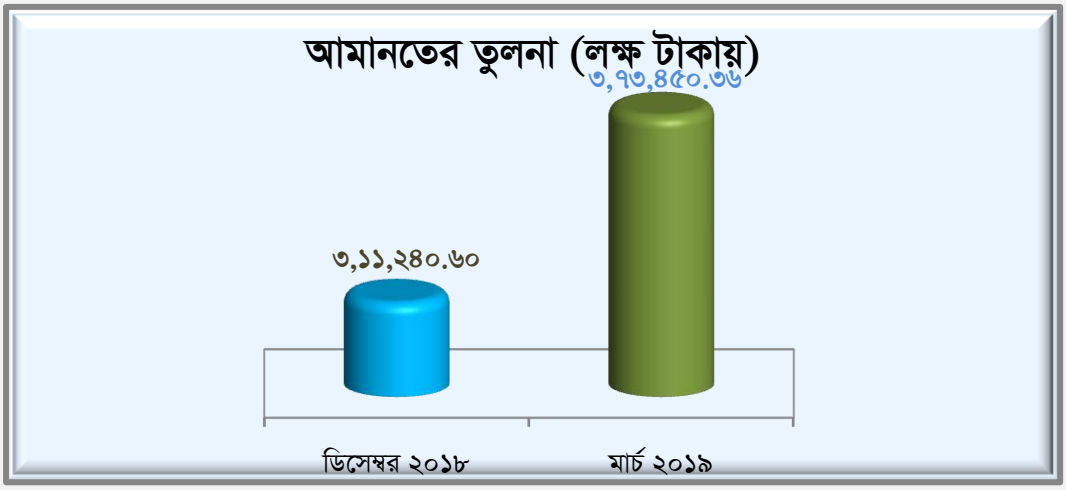

৩.২। এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটে খোলা ব্যাংক হিসাবে আমানতের ত্রৈমাসিক তুলনা নিম্নরূপঃ

ছকঃ ৫

ক্রঃ নং	ব্যাংক নাম	আমানত			
		সেপ্টেম্বর ২০১৮	ডিসেম্বর ২০১৮	মার্চ ২০১৯	পরিবর্তন
১	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	৭১,১৯৯.১৫	৮২,৭২২.৯১	৯৫,৫৫৬.১০	১৬%
২	ব্যাংক এশিয়া লি.	৫০,৪১৩.৫৫	৬৯,৫৫২.৯০	৭৫,৩৬১.৮৪	৮%
৩	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	৯৬,২১১.৭০	৯২,৮৩০.৩৩	১,০২,৪৩৪.৯৩	১০%
৪	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	১,১৬৮.৫৬	১,৯৭৮.৩১	৩,১৩৭.৩৫	৫৯%
৫	মধুমতি ব্যাংক লি.	৪৬৪.৩৫	১,০০৯.০০	৯৯১.০০	-২%
৬	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	৮,৬০৮.০০	১০,৩৩৭.০০	১১,৮১৪.০০	১৪%
৭	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	৪৬১.০৯	১,১৯৯.৪১	১,৮০৩.২৮	৫০%
৮	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	১,২১৯.৬৮	১,২০৭.৮৭	১,৫০৭.৯০	২৫%
৯	অগ্রণী ব্যাংক লি.	৪,৫০১.৫৫	৬,৭১৯.৬৭	৯,৭৯৫.০৩	৪৬%
১০	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	২,৩৫২.৭৫	৩,১৪৫.০৯	৪,১৮২.৭৪	৩৩%
১১	মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	৬৫৮.৩০	৯২১.৭১	১,২৬২.২৭	৩৭%
১২	দি সিটি ব্যাংক লি.	২,৩৪৮.৩৮	৩,২৯০.২২	৫,১০১.৮৮	৫৫%
১৩	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	১৬,৫৭৭.৬০	৩০,৮৯৫.৬৫	৪৯,২৯৭.৩৬	৬০%
১৪	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	১৩৪.১০	৪২৬.৪৪	৯৫৭.০৪	১২৪%
১৫	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	৬৯৪.০০	৩,১৭৬.৯৫	৭,২৪৪.৮০	১২৮%
১৬	এবি ব্যাংক লি.	৪১১.৬৯	৭৬০.০৬	১,৩৫৩.০৬	৭৮%
১৭	এনআরবি ব্যাংক লি.	৩১১.৯৯	৭০৮.২৫	৯৫৯.০৭	৩৫%
১৮	ব্র্যাক ব্যাংক লি.	১২.৩৫	৩৫৮.৫৫	৬১৮.৭৫	৭৩%
১৯	ইস্টার্ন ব্যাংক লি.	--------	০.২৮	৭২.০০	২৫৬১৪%
	মোট	২,৫৭,৭৪৮.৭৯	৩,১১,২৪০.৬০	৩,৭৩,৪৫০.৪০	২০%

ছক-৫ হতে দেখা যায় যে, চলতি ত্রৈমাসিকে সর্বমোট আমানতের পরমিাণ গত ত্রৈমাসিকের তুলনায় প্রায় ২০% বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মধুমতি ব্যাংক লি. ব্যতিত সব কয়টি ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমানতের পরিমাণে শীর্ষে অবস্থান করছে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি. এবং আমানত বৃদ্ধির পরিমাণে শীর্ষে রয়েছে ইস্টার্ন ব্যাংক লি.।

চিত্রঃ ১০

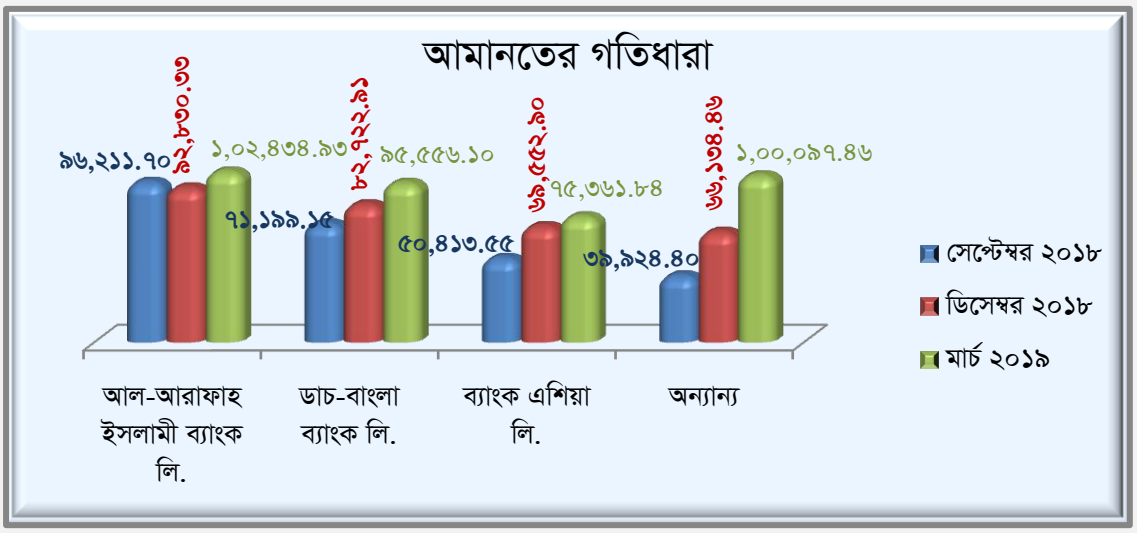

ঋণ বিতরণ:

৪.১। এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের (খাতওয়ারী) পরিমাণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

ছকঃ ৬

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	ব্যাংক নাম	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)						
		শহর (১)	গ্রাম (২)	মোট = (১)+(২)	পুরুষ (৩)	নারী (৪)	অন্যান্য (৫)	মোট*
১	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	১০১.৬	১০২.৯৫	২০৪.৫৫	১৭৪.৩২	৩০.২৩	০.০০	২০৪.৫৫
২	ব্যাংক এশিয়া লি.	৩,০৭২.৪১	১৬,১৫৬.৬০	১৯,২২৯.০১	৫,৮৫৮.৪৭	১৮৪৯.৯৯	১১,৫২০.৫৫	১৯,২২৯.০১
৩	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	৩৩৯.৪২	২০২.০৬	৫৪১.৪৮	৫০২.৭৬	৩৮.৭২	০.০০	৫৪১.৪৮
৪	মধুমতি ব্যাংক লি.	০.০০	১০.০০	১০.০০	৯.৫০	০.৫০	০.০০	১০.০০
৫	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	১১৪.০০	৫.০০	১১৯.০০	১১০.০০	৯.০০	০.০০	১১৯.০০
৬	দি সিটি ব্যাংক লি.	২৮৩.৪৯	৬৫০.৯৬	৯৩৪.৪৫	৯১১.৪৫	২৩.০০	০.০০	৯৩৪.৪৫
	মোট	২,৫৮৬.১২	১২,৩২৭.৬৮	২১,০৩৮.৪৯	৭,৫৬৬.৫০	১৯৫১.৪৪	১১,৫২০.৫৫	২১,০৩৮.৪৯

- **মোট* = (১)+(২)= (৩)+(৪)+(৫)**

এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ব্যাংকগুলো শুধু হিসাব খোলা/পরিচালনা করা ও রেমিট্যান্স বিতরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, ঋণ বিতরণের মাধ্যমে আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করে গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা সচল রাখার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ৬টি ব্যাংক তাদের ঋণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। উক্ত ৬টি ব্যাংক কর্তৃক সর্বমোট ২১,০৩৮.৪৯ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ প্রবাহের ধারা থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, শহরের তুলনায় গ্রামে ঋণ প্রবাহের পরিমাণ ৪.৭৭ গুন বেশি। ব্যাংক অনুসারে এজেন্ট আউটলেট এর মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের চিত্র নিচে দেয়া হলো ঃ

চিত্রঃ ১১

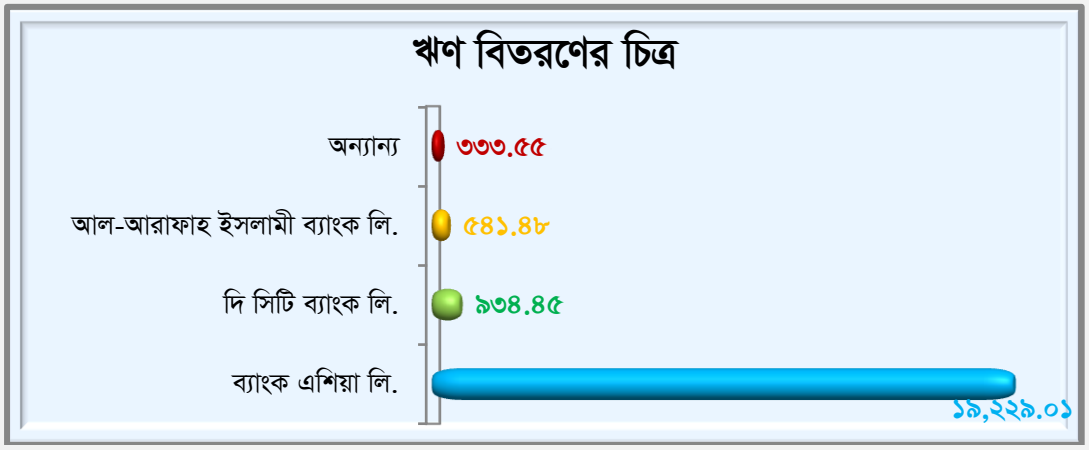

চিত্র-১১ হতে দেখা যায়, ব্যাংক এশিয়া লি. তাদের এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ১৯,২২৯.০১ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করে ঋণ বিতরণের শীর্ষে অবস্থান করছে। ঋণ বিতরণে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে দি সিটি ব্যাংক লি. এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি. ।

রেমিট্যান্স:

৫.১। মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত রেমিট্যান্স বিতরণের সার-সংক্ষেপঃ

ব্যাংকগুলোর এজেন্ট আউটলেটের মাধ্যমে গ্রাহকদের রেমিট্যান্স সেবা প্রদানে এজেন্ট ব্যাংকিং বেশ কার্যকরী মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে রেমিট্যান্স সেবা প্রদানে এজেন্ট ব্যাংকিং অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ব্যাংকের শাখার ন্যায় এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটগুলো তুলনামূলক সহজ

পদ্ধতিতে ও দ্রুততম সময়ে এ সেবা প্রদান করছে। মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত ১৭ টি ব্যাংকের মাধ্যমে সর্বমোট ৭,১৮,২৬৪.৬২ লক্ষ টাকা রেমিট্যান্স বিতরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে গ্রামাঞ্চলে বিতরণকৃত রেমিট্যান্সের পরিমাণ সর্বমোট ৬,৪৫,৭১৫.৬৭ লক্ষ টাকা এবং শহরাঞ্চলে বিতরণকৃত রেমিট্যান্সের পরিমাণ সর্বমোট ৭২,৫৪৮.৯৫ লক্ষ টাকা। মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিতরণকৃত রেমিট্যান্সের তথ্য নিচে তুলে ধরা হলোঃ

ছকঃ ৭

ক্রঃ নং	ব্যাংক নাম	শহর (১)	গ্রাম (২)	মোট = (১)+(২)
১	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	৪৬,৯৬৪.৬৫	২,১৯,২৫৬.৩৪	২,৬৬,২২০.৯৯
২	ব্যাংক এশিয়া লি.	১৪,২২৮.৫৭	২,১১,১২৬.১৬	২,২৫,৩৫৪.৭৩
৩	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	৩,৬৫৫.৯৩	১,০১,৯৯৬.৮২	১,০৫,৬৫২.৭৫
৪	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	৪.৪৮	৫৬৬.৭৬	৫৭১.২৪
৫	মধুমতি ব্যাংক লি.	০	১৫৭.০৩	১৫৭.০৩
৬	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	১,১২৪.০০	৮,৯৮৩.০০	১০,১০৭.০০
৭	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	০	২৮.২৪	২৮.২৪
৮	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	১.২৭	২,৪৯০.২৮	২,৪৯১.৫৫
৯	অগ্রণী ব্যাংক লি.	৪০২.৫২	৩৬,৬৬৩.০৪	৩৭,০৬৫.৫৬
১০	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	০	৯৫৭.৪৫	৯৫৭.৪৫
১১	মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	২৯.৮৯	৩০৪.২	৩৩৪.০৯
১২	দি সিটি ব্যাংক লি.	২৬৮.৩৭	৩,৪৩৪.৮২	৩,৭০৩.১৯
১৩	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	৫,৮২২.৮২	৫৯,০৩৭.০৮	৬৪,৮৫৯.৯০
১৪	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	০	০	০.০০
১৫	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	১১.৮৮	২১৭.২১	২২৯.০৯
১৬	এবি ব্যাংক লি.	৩৪.৫৭	২৪৯.৫২	২৮৪.০৯
১৭	এনআরবি ব্যাংক লি.	০	২৪৩.২২	২৪৩.২২
১৮	ব্র্যাক ব্যাংক লি.	০	০	০.০০
১৯	ইস্টার্ন ব্যাংক লি.	০.০০	৪.৫০	৪.৫০
	মোট	৭২,৫৪৮.৯৫	৬,৪৫,৭১৫.৬৭	৭,১৮,২৬৪.৬২

৫.২। রেমিট্যান্স বিতরণের চিত্র নিম্নরূপঃ

চিত্রঃ ১২

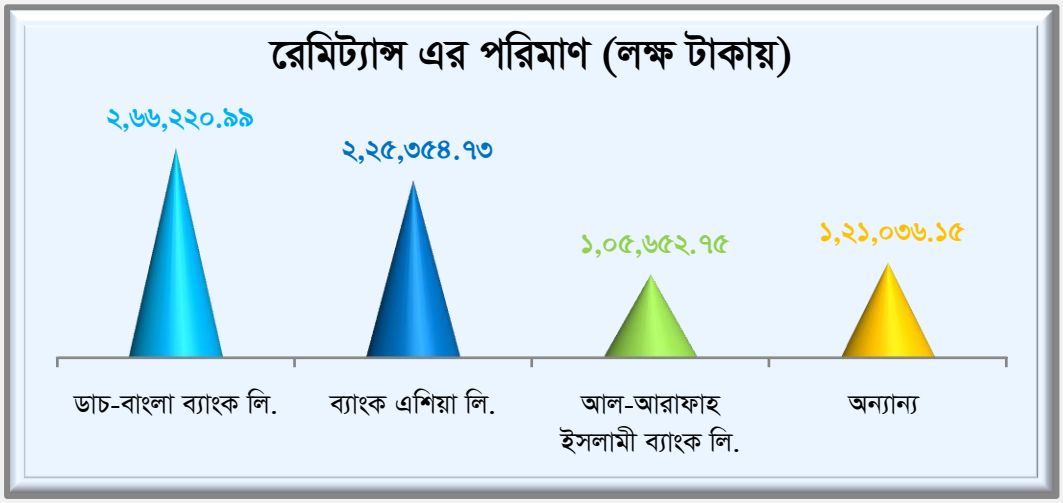

চিত্র-১২ হতে দেখা যায় যে, মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত রেমিট্যান্স বিতরণে শীর্ষে অবস্থান করা ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি. কর্তৃক ২,৬৬,২২০.৯৯ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ব্যাংক এশিয়া লি. কর্তৃক ২,২৫,৩৫৪.৭৩ লক্ষ টাকা, এবং তৃতীয় অবস্থানে থাকা আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি. কর্তৃক ১,০৫,৬৫২.৭৫ লক্ষ টাকা রেমিট্যান্স বিতরণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিতরণকৃত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ৫,৫৫,৭৪২.৪৭ লক্ষ টাকা। মার্চ ২০১৯ ডিসেম্বর মাসে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭,১৮,২৬৪.৬২ লক্ষ টাকা। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে রেমিট্যান্স বিতরণ ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া, গ্রামাঞ্চলে রেমিট্যান্স বিতরণের পরিমাণ শহর থেকে অনেক বেশি হওয়ায় সুবিধা বঞ্চিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠী এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা গ্রহণে অধিক আগ্রহী হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়, যা এজেন্ট ব্যাংকিং এর মূল উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ডিসেম্বর ২০১৮ ও মাচ ২০১৯ মাসের ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স এর তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ

চিত্র ঃ ১৩

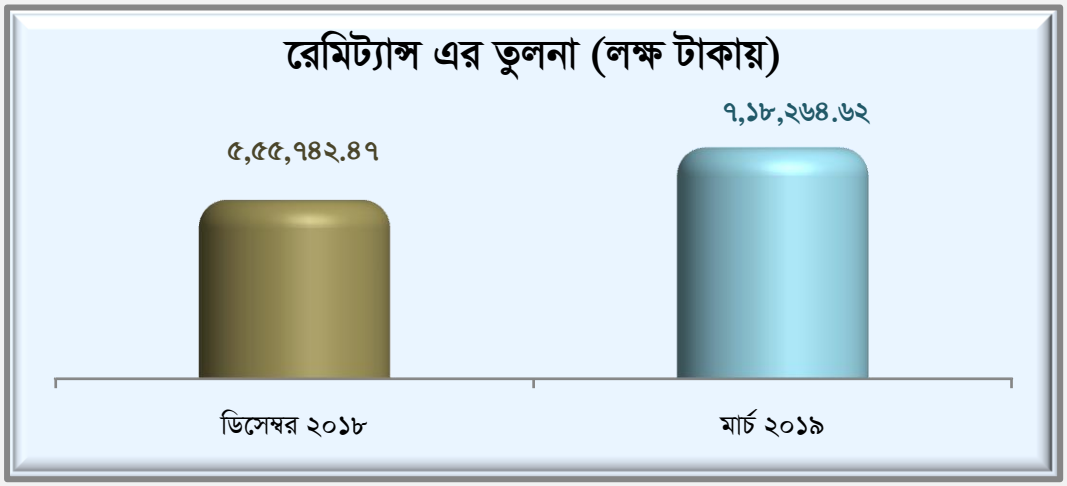

উপসংহারঃ

জনবহুল বাংলাদেশের সিংহভাগ জনগোষ্ঠীর বাস গ্রামে। গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ ব্যতিত দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের মাধ্যমে শহুরে অর্থনীতির পাশাপাশি মূলতঃ গ্রামীণ অর্থনীতিকে বিকশিত করার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। গ্রামীণ জনপদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এজেন্ট ব্যাংকিং একটি কার্যকরী উদ্যোগ বলে বিবেচিত হচ্ছে। সরাসরি ব্যাংকে না গিয়েও হাতের নাগালে বিশ্বস্ত ব্যাংকিং সেবা পাওয়ায় প্রবাসী শ্রমিক থেকে শুরু করে গ্রামের সকল শ্রেণীর মানুষের নিকট এজেন্ট ব্যাংকিং সেবার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে, ব্যাংকগুলোও তাদের এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম প্রতিনিয়ত প্রসারিত করছে। সারা দেশে বিশেষতঃ গ্রামীণ জনপদে অর্থাৎ জাতীয় অর্থনীতির তৃণমূল পর্যায়ে এজেন্ট ব্যাংকিং দ্রুত বিকাশ লাভ করছে। এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা সহজলভ্য হওয়ার ফলে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিকতায় বড় ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন আসছে। ব্যাংকগুলোর প্রেরিত ২০১৯ সালের ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনায় এ বিষয়ে ইতিবাচক চিত্র ফুটে উঠেছে। তাছাড়া, বিগত বছরগুলোর তুলনায় এজেন্ট, আউটলেট, হিসাব সংখ্যায় বিশাল উল্লম্ফন পরিলক্ষিত হয়েছে। আমানতের পরিমাণ বেড়েছে অনেক। তাই আগামী দিনে এজেন্ট ব্যাংকিং সমগ্র ব্যাংকিং খাত তথা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়।